অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০

১৮৯০-এর ৮ আইন

[১লা জুন, ১৯৮৮ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য সম্পর্কিত বিধি একত্রীকরণ ও সংশোধন করিবার জন্য আইন।

[২১শে মার্চ, ১৮৯০]

যেহেতু অভিভাবক ও প্রতিপাল্য সম্পর্কিত বিধি একত্রীকরণ ও সংশোধন করা সঙ্গত ;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :-

অধ্যায় ১

উপক্রমণিকা

নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) এই আইন ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম দিনে বলবৎ হইবে।

২। [নিরসন] নিরসন আইন, ১৯৩৮ (১৯৩৮-এর ১)-এর ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও সনদ-প্রাপ্ত উচ্চ আদালতসমূহের ক্ষেত্রাধিকারের ব্যাবৃত্তি।

৩। যে রাজ্যে এই আইন প্রসারিত সেরূপ কোন রাজ্যের কোনও ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল, প্রাধিকারী বা ব্যক্তি কর্তৃক কোন কোর্ট অব ওয়ার্ডস সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বা অতঃপর প্রণীত প্রত্যেক আইনের অধীনে এই আইন পঠিত হইবে; এবং এই আইনের কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা যাইবে না যাহা কোনও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রাধিকার বা প্রাধিকারকে প্রভাবিত করে বা কোনও প্রকারে খর্ব করে, অথবা কোনও উচ্চ আদালতের অধিকারভুক্ত কোনও ক্ষমতা হরণ করে।

সংজ্ঞার্থসমূহ।

৪। বিষয়ে বা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধার্থক কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে,—

১৮৭৫-এর ৯।

(১) "নাবালক" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যে ভারতীয় সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫-এর বিধানসমূহ অনুযায়ী সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া গণ্য হয় ;

(২) "অভিভাবক" বলিতে এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাঁহার উপর কোন নাবালকের শরীরের অথবা তাহার সম্পত্তির অথবা তাহার শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের তত্ত্বাবধানের ভার আছে ;

(৩) "প্রতিপাল্য" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার শরীরের বা সম্পত্তির বা এতদুভয়ের জন্য একজন অভিভাবক আছেন ;

১৮৮২-র ১৪।

(৪) "জিলা আদালত" শব্দসমষ্টির সেই অর্থ থাকিবে যে অর্থ দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতায় উহার জন্য নির্দিষ্ট আছে, এবং উহা কোন উচ্চ আদালতকে, তাহার সাধারণ আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, অন্তর্ভাবিত করিবে ;

(৫) "আদালত" বলিতে বুঝাইবে—

(ক) কোন ব্যক্তিকে অভিভাবকরূপে নিযুক্ত বা ঘোষিত করার আদেশের জন্য এই আইন অনুযায়ী কোন আবেদন গ্রহণ করার ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জিলা আদালত, অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন আবেদন অনুসারে কোন অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে—

(i) যে আদালত বা যে আধিকারিক ঐ অভিভাবককে নিযুক্ত বা ঘোষিত করিয়াছিলেন অথবা এই আইন অনুযায়ী ঐ অভিভাবককে নিযুক্ত বা ঘোষিত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হন সেই আদালত বা সেই আধিকারিকের আদালত; অথবা

(ii) প্রতিপাল্যের শরীর সম্পর্কিত যেকোন বিষয়ে, যে স্থানে ঐ প্রতিপাল্য তৎকালে সাধারণতঃ বসবাস করে সেই স্থানে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জিলা আদালত; অথবা

(গ) ৪ক ধারা অনুযায়ী স্থানান্তরিত কোন কার্যবাহ সম্পর্কে, যে আধিকারিকের নিকট ঐ কার্যবাহ স্থানান্তরিত হইয়াছে তাঁহার আদালত;

(৬) "সমাহর্তা" বলিতে কোন জিলার রাজস্ব প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য আধিকারিককে বুঝাইবে এবং উহা এরূপ যেকোন আধিকারিককে অন্তর্ভুক্ত করিবে যাঁহাকে রাজ্যসরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নামে বা তাঁহার পদবলে, যেকোন স্থানীয় অঞ্চলে অথবা যেকোন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সম্পর্কে, এই আইনের সকল বা যেকোন উদ্দেশ্যে সমাহর্তারূপে নিযুক্ত করিতে পারেন;

* * * * *

(৮) "বিহিত" বলিতে হাইকোর্ট কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝাইবে।

অধস্তন বিচার-আধিকারিকগণের উপর ক্ষেত্রাধিকার অর্পণের এবং ঐরূপ আধিকারিকগণের নিকট কার্যবাহ-সমূহ হস্তান্তরণের ক্ষমতা।

৪ক। (১) উচ্চ আদালত, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোন জিলা আদালতের অধীন কোন আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী আধিকারিককে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন, অথবা কোন জিলা আদালতের বিচারককে তাঁহার অধস্তন ঐরূপ কোন আধিকারিককে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে প্রাধিকৃত করিতে পারেন যাহাতে ঐরূপ আধিকারিক এই ধারার বিধানসমূহ অনুসারে তাঁহার নিকট স্থানান্তরিত এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহ নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

(২) কোন জিলা আদালতের বিচারক, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাঁহার আদালতে বিচারাধীন এই আইন অনুযায়ী কোনও কার্যবাহ, যেকোন পর্যায়ে, নিষ্পত্তির জন্য, (১) উপধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার অধীন যেকোন আধিকারিকের নিকট স্থানান্তরিত করিতে পারেন।

(৩) কোন জিলা আদালতের বিচারক, তাঁহার নিজ আদালতে, অথবা (১) উপধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার অধীন যেকোন আধিকারিকের নিকট, ঐরূপ অন্য কোনও আধিকারিকের আদালতে বিচারাধীন এই আইন অনুযায়ী কোনও কার্যবাহ, যেকোন পর্যায়ে, স্থানান্তরিত করিতে পারেন।

(৪) যখন এই ধারা অনুযায়ী কার্যবাহসমূহ স্থানান্তরিত হয় এরূপ কোন মামলায় যাহাতে কোন অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন, তখন জিলা আদালতের বিচারক, লিখিত আদেশ দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারেন যে, যে বিচারক বা আধিকারিকের নিকট ঐগুলি স্থানান্তরিত হইল, তাঁহার আদালত এই আইনের সকল বা যেকোন প্রয়োজনে সেই আদালত বলিয়া গণ্য হইবে যদ্দ্বারা ঐ অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছিলেন।

অধ্যায় ২

অভিভাবকগণের নিয়োগ ও ঘোষণা

৫। [ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজাগণের ক্ষেত্রে পিতামাতার নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা।] ভাগ খ রাজ্য (বিধি) আইন, ১৯৫১ (১৯৫১-র ৩)-এর ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োগ করার ক্ষমতার ব্যাবৃত্তি।

৬। কোন নাবালকের ক্ষেত্রে, এই আইনের কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে উহা, ঐ নাবালকের শরীর বা সম্পত্তি বা এতদুভয়ের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করিবার কোন ক্ষমতা যাহা ঐ নাবালক যে বিধির অধীন তদনুসারে সিদ্ধ, তাহা হরণ বা খর্ব করে।

অভিভাবকত্ব সম্বন্ধে আদালতের আদেশ-প্রদানের ক্ষমতা।

৭। (১) যেক্ষেত্রে আদালতের এরূপ প্রতীতি হয় যে নাবালকের কল্যাণের জন্যই–

(ক) তাহার শরীর বা সম্পত্তি বা এতদুভয়ের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া, অথবা

(খ) কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ একজন অভিভাবক বলিয়া ঘোষিত করিয়া,

আদেশ প্রদান করা উচিত, সেক্ষেত্রে আদালত তদনুযায়ী একটি আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(২) এই ধারা অনুযায়ী কোন আদেশ এরূপ যেকোন অভিভাবকের অপসারণ বুঝাইবে যিনি উইল বা অন্য সংলেখ দ্বারা নিযুক্ত হন নাই অথবা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হন নাই।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন অভিভাবক উইল বা অন্য সংলেখ দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন অথবা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন সেক্ষেত্রে তাঁহার স্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে অভিভাবকরূপে নিযুক্ত বা ঘোষিত করিয়া এই ধারানুযায়ী কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্বোক্তরূপে নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবকের ক্ষমতাসমূহ এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে অবসিত হয়।

আদেশের জন্য আবেদন করিবার অধিকারী ব্যক্তিগণ।

৮। পূর্ববর্তী সর্বশেষ ধারা অনুযায়ী কোন আদেশ,

(ক) যে ব্যক্তি নাবালকের অভিভাবক হইতে ইচ্ছুক বা নাবালকের অভিভাবক বলিয়া দাবি করেন তাঁহার অথবা

(খ) নাবালকের কোন আত্মীয় বা বন্ধুর অথবা

(গ) যে জিলা বা অন্য স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে নাবালক সাধারণতঃ বসবাস করে অথবা যাহাতে তাহার সম্পত্তি আছে, তাহার সমাহর্তার অথবা

(ঘ) নাবালক যে শ্রেণীভুক্ত তৎসম্পর্কে প্রাধিকারসম্পন্ন সমাহর্তার

আবেদনের উপর ব্যতীত প্রদান করা যাইবে না।

আবেদন গ্রহণের ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন আদালত।

৯। (১) আবেদন যদি নাবালকের শরীরের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে হয়, তাহা হইলে, যে স্থানে নাবালক সাধারণতঃ বসবাস করে সেই স্থানে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জিলা আদালতের নিকট ঐ আবেদন করিতে হইবে।

(২) আবেদন যদি নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবকত্ব সম্পর্কে হয়, তাহা হইলে, হয় যেস্থানে নাবালক সাধারণতঃ বসবাস করে সেই স্থানে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জিলা আদালতের নিকট নতুবা যে স্থানে তাহার সম্পত্তি আছে সেরূপ কোন স্থানে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন জিলা আদালতের নিকট ঐ আবেদন করা যাইতে পারে।

(৩) যদি কোন নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবকত্বসম্পর্কে কোন আবেদন, যে স্থানে সে সাধারণতঃ বসবাস করে সেই স্থানে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জিলা আদালত ভিন্ন অপর কোন জিলা আদালতে, করা হয়, তাহা হইলে, ঐ আদালত ঐ আবেদন প্রত্যর্পণ করিতে পারেন, যদি তাঁহার অভিমতে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন অন্য কোন জিলা আদালত কর্তৃক অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বা সুবিধাজনক ভাবে ঐ আবেদনের নিষ্পত্তি হইতে পারে।

আবেদনের ফরম।

১০। (১) যদি আবেদন সমাহর্তা কর্তৃক কৃত না হয়, তাহা হইলে, উহা এরূপ দরখাস্ত দ্বারা হইবে যাহা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা দ্বারা আরজি স্বাক্ষর ও সত্যাখ্যান করিবার জন্য বিহিত প্রণালীতে স্বাক্ষরিত ও সত্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং যাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি, যতদূর পর্যন্ত ঐগুলি নির্ণীত হইতে পারে ততদূর পর্যন্ত, বিবৃত থাকিবে— ১৮৮২-র ১৪।

(ক) নাবালকের নাম, লিঙ্গ, ধর্ম, জন্মের তারিখ এবং সাধারণ বসবাসের স্থান;

(খ) যেক্ষেত্রে নাবালক একজন স্ত্রীলোক, সেক্ষেত্রে সে বিবাহিতা কিনা এবং, বিবাহিতা হইলে, তাহার স্বামীর নাম ও বয়স;

(গ) নাবালকের সম্পত্তি কিছু থাকিলে, উহার রকম, অবস্থিতি ও আনুমানিক মূল্য;

(ঘ) যে ব্যক্তি নাবালকের শরীরের বা সম্পত্তির অভিরক্ষা বা দখল করেন, তাঁহার নাম ও বসবাসের স্থান;

(ঙ) নাবালকের নিকট-আত্মীয় কে কে আছেন এবং তাঁহারা কোথায় বসবাস করেন;

(চ) নাবালকের শরীরের বা সম্পত্তির বা এতদুভয়ের কোন অভিভাবক এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা যিনি নাবালক যে বিধির অধীন তদ্দ্বারা ঐরূপ নিয়োগ করিবার অধিকারী হন বা অধিকারী বলিয়া দাবী করেন;

(ছ) নাবালকের শরীরের বা সম্পত্তির বা এতদুভয়ের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে ঐ আদালতে বা অন্য কোনও আদালতে কোন সময়ে কোন আবেদন করা হইয়াছে কিনা এবং, করা হইয়া থাকিলে, কখন, কোন্ আদালতে, এবং তাহার কী ফল হইয়াছে;

(জ) আবেদনটি নাবালকের শরীরের বা তাহার সম্পত্তির বা এতদুভয়ের অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণার জন্য কিনা;

(ঝ) যেক্ষেত্রে আবেদনটি কোন অভিভাবক নিয়োগ করিবার জন্য, সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত অভিভাবকের যোগ্যতাসমূহ;

(ঞ) যেক্ষেত্রে আবেদনটি কোন ব্যক্তিকে অভিভাবক বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য, সেক্ষেত্রে যে যে হেতুতে ঐ ব্যক্তি দাবি করেন সেই সকল হেতু;

(ট) যে কারণসমূহ আবেদনটি করিতে প্রণোদিত করিয়াছে সেই কারণসমূহ; এবং

(ঠ) সেরূপ অন্যান্য বিবরণ, যদি কিছু থাকে, যাহা বিহিত হইতে পারে অথবা যাহা আবেদনের প্রকৃতি অনুসারে বিবৃত করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

(২) যদি আবেদনটি সমাহর্তা কর্তৃক কৃত হয়, তাহা হইলে, উহা আদালতকে উদ্দেশ করিয়া পত্র দ্বারা করা হইবে এবং ডাকযোগে অথবা অন্য যে প্রণালী সুবিধাজনক বোধ হয় সেই প্রণালীতে প্রেরিত হইবে এবং উহা যতদূর সম্ভব (১) উপধারায় উল্লিখিত বিবরণসমূহ বিবৃত করিবে।

(৩) প্রস্তাবিত অভিভাবকের কার্য করিবার সম্মতির ঘোষণা আবেদনটির সঙ্গে অবশ্যই থাকিবে এবং ঘোষণাটি অবশ্যই তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং অন্ততঃ দুইজন সাক্ষী কর্তৃক প্রত্যায়িত হইবে।

আবেদন গ্রহণের পর প্রক্রিয়া।

১১। (১) যদি আদালতের এরূপ প্রতীতি হয় যে, আবেদন সম্পর্কে অগ্রসর হইবার হেতু আছে, তাহা হইলে, আদালত উহার শুনানীর জন্য একটি দিন স্থির করিবেন, এবং আবেদনের ও শুনানীর জন্য স্থিরীকৃত তারিখের নোটিস—

১৮৮২-র ১৪।

(ক) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতাতে নির্দেশিত প্রণালীতে জারি করাইবেন—

(i) নাবালকের পিতামাতার উপর, যদি তাঁহারা এরূপ কোনও রাজ্যে বসবাস করেন যেখানে এই আইন প্রসারিত,

(ii) এরূপ কোন ব্যক্তির উপর, যদি ঐরূপ কেহ থাকেন, যিনি নাবালকের শরীরের বা সম্পত্তির অভিরক্ষা বা দখল করেন বলিয়া ঐ দরখাস্তে বা পত্রে নাম দ্বারা অভিহিত,

(iii) সেই ব্যক্তির উপর, যিনি আবেদনে বা পত্রে অভিভাবকরূপে নিযুক্ত বা ঘোষিত হইবার জন্য প্রস্তাবিত, যদি না তিনি স্বয়ং আবেদনকারী হন,

(iv) এরূপ অন্য কোন ব্যক্তির উপর, যাঁহাকে আদালতের অভিমতে ঐ আবেদনের বিশেষ নোটিস দেওয়া উচিত; এবং

(খ) আদালত-ভবনের ও নাবালকের বসবাসের স্থানের কোন দৃষ্টি-আকর্ষক অংশে লটকাইয়া দেওয়াইবেন এবং, উচ্চ আদালত কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মের অধীনে আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ প্রণালীতে অন্য প্রকারে প্রকাশিত করাইবেন।

(২) রাজ্যসরকার সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে পারেন যে, যখন ১০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কোন দরখাস্তে বর্ণিত সম্পত্তির কোন অংশ এরূপ কোন ভূমি, যাহার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কোর্ট অব ওয়ার্ডস গ্রহণ করিতে পারেন, তখন আদালত পূর্বোক্তরূপ নোটিস আরও জারি করাইবেন সেই সমাহর্তার উপর যাঁহার জিলায় নাবালকটি সাধারণতঃ বসবাস করে এবং এরূপ প্রত্যেক সমাহর্তার উপর যাহার জিলায় ঐ ভূমির কোন অংশ অবস্থিত,

এবং সমাহর্তা যেকোন প্রণালী উপযুক্ত গণ্য করেন সেই প্রণালীতে ঐ নোটিস প্রকাশিত করাইতে পারেন।

(৩) (২) উপধারা অনুসারে জারীকৃত বা প্রকাশিত কোনও নোটিস জারীকরণের বা প্রকাশনের জন্য আদালত অথবা সমাহর্তা কর্তৃক কোনও প্রভার আরোপিত হইবে না।

নাবালককে উপস্থাপনের এবং শরীর ও সম্পত্তির মধ্যকালীন রক্ষণের জন্য অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।

১২। (১) আদালত নির্দেশ দিতে পারেন যে, যে ব্যক্তির অভিরক্ষায় নাবালকটি আছে, যদি ঐরূপ কেহ থাকেন, সেই ব্যক্তি আদালত যেরূপ নির্দিষ্ট করেন সেরূপ স্থানে ও সময়ে এবং সেরূপ ব্যক্তির সমক্ষে ঐ নাবালককে উপস্থিত করিবেন বা উপস্থিত করাইবেন, এবং নাবালকটির শরীর বা সম্পত্তির সাময়িক অভিরক্ষা ও রক্ষণের জন্য আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(২) নাবালক যদি কোন স্ত্রীলোক হয়, যাহাকে প্রকাশ্যে আসিতে বাধ্য করা উচিত নহে, তাহা হইলে, (১) উপধারা অনুযায়ী তাহার উপস্থাপনের নির্দেশ তাহাকে দেশের রীতি ও আচার অনুসারে উপস্থিত করাইতে অনুজ্ঞাত করিবে।

(৩) এই ধারার কোন কিছুই—

(ক) কোন নাবালক স্ত্রীলোককে এরূপ কোন ব্যক্তির সাময়িক অভিরক্ষায় রাখিতে কোন আদালতকে প্রাধিকৃত করিবে না, যে ব্যক্তি তাহার অভিভাবক হইবার দাবি করেন এই হেতুতে যে তিনি তাহার স্বামী, যদি না ইতিমধ্যেই ঐ নাবালক, তাহার পিতামাতা, কেহ থাকিলে, তাঁহার বা তাঁহাদের সম্মতি সহ ঐ ব্যক্তির অভিরক্ষায় থাকে, অথবা

(খ) কোন ব্যক্তি যাঁহার উপর কোন নাবালকের সম্পত্তির সাময়িক অভিরক্ষা ও রক্ষণ ন্যস্ত আছে তাঁহাকে ঐরূপ কোন সম্পত্তির দখলিকার কোন ব্যক্তিকে বিধির যথাযথ অনুক্রম অনুসারে ব্যতীত অন্যথা দখলচ্যুত করিতে প্রাধিকৃত করিবে না।

আদেশ প্রদানের পূর্বে সাক্ষ্যের শুনানী।

১৩। আবেদনের শুনানীর জন্য স্থিরীকৃত দিনে, অথবা তৎপরে যত শীঘ্র সম্ভব, আদালত এরূপ সাক্ষ্য শুনিবেন যাহা আবেদনের সমর্থনে বা বিরোধিতায় প্রমাণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে।

বিভিন্ন আদালতে যুগপৎ কার্যবাহসমূহ।

১৪। (১) যদি কোন নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা করিবার জন্য কার্যবাহসমূহ একাধিক আদালতে আনয়ন করা হয়, তাহা হইলে, আদালতগুলির প্রত্যেকটি, অন্য আদালত বা আদালতগুলির কার্যবাহসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাপিত হইলে, স্বীয় সমক্ষে কার্যবাহসমূহ স্থগিত রাখিবেন।

(২) যদি ঐ আদালতগুলি উভয়ে বা সকলে একই উচ্চ আদালতের অধীন হন, তাহা হইলে, তাঁহারা ঐ উচ্চ আদালতে মামলাটি সম্পর্কে প্রতিবেদন করিবেন এবং ঐ উচ্চ আদালত নির্ধারণ করিবেন ঐ আদালতগুলির কোন্‌টিতে নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা সম্পর্কে কার্যবাহ চলিবে।

(৩) অন্য যেকোন ক্ষেত্রে যাহাতে (১) উপধারা অনুসারে কার্যবাহ স্থগিত হয়, ঐ আদালতগুলি মামলাটি সম্পর্কে নিজ নিজ রাজ্যসরকারের নিকট প্রতিবেদন করিবেন এবং নিজ নিজ রাজ্যসরকারের নিকট হইতে যেরূপ আদেশসমূহ প্রাপ্ত হইবেন তদ্দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

কতিপয় অভিভাবকের নিয়োগ বা ঘোষণা।

১৫। (১) নাবালক যে বিধির অধীন সেই বিধি যদি নাবালকের শরীরের বা সম্পত্তির বা এতদুভয়ের জন্য দুই

বা ততোধিক সংযুক্ত অভিভাবক থাকার অবকাশ দেয়, তাহা হইলে, আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, তাহাদিগকে নিযুক্ত বা ঘোষিত করিতে পারেন।

* * * * * *

(৪) নাবালকের শরীরের এবং সম্পত্তির পৃথক পৃথক অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি কোন নাবালকের কতিপয় সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে, আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, যেকোন একটি বা একাধিক সম্পত্তির জন্য একজন পৃথক অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত করিতে পারেন।

আদালতের ক্ষেত্রাধিকার বহির্ভূত সম্পত্তির জন্য অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা।

১৬। যদি আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার বাহিরে অবস্থিত কোনও সম্পত্তির জন্য আদালত কোন অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত করেন, তাহা হইলে, যে স্থানে ঐ সম্পত্তি অবস্থিত সেই স্থানে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন আদালত ঐ অভিভাবককে নিযুক্ত বা ঘোষিত করিবার আদেশের শংসিত প্রতিলিপি উপস্থাপিত হইলে তাঁহাকে যথাযথভাবে নিযুক্ত বা ঘোষিত বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং আদেশটিকে কার্যকর করিবেন।

অভিভাবক নিয়োগে আদালতের বিবেচ্য বিষয় সমূহ।

১৭। (১) কোন নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত করিতে আদালত, নাবালক যে বিধির অধীন সেই বিধির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, তদবস্থায় যাহা নাবালকের পক্ষে কল্যাণকর হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় তদ্দ্বারা, এই ধারার বিধানসমূহের অধীনে, পরিচালিত হইবেন।

(২) নাবালকের পক্ষে কি কল্যাণকর হইবে তাহা বিবেচনা করিতে আদালত নাবালকের বয়স, লিঙ্গ ও ধর্ম, প্রস্তাবিত অভিভাবকের চরিত্র ও সামর্থ্য এবং নাবালকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার নৈকট্য, মৃত পিতার বা মাতার কোন ইচ্ছা থাকিলে তাহা এবং নাবালকের বা তাহার সম্পত্তির সহিত প্রস্তাবিত অভিভাবকের কোন বিদ্যমান বা অতীত সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) নাবালকের যদি বুদ্ধিপূর্বক অধিমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট বয়স হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আদালত ঐ অধিমান বিবেচনা করিতে পারেন।

* * * * * *

(৫) আদালত কোনও ব্যক্তিকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিভাবকরূপে নিযুক্ত বা ঘোষিত করিবেন না।

পদবলে সমাহর্তার নিয়োগ বা ঘোষণা।

১৮। যেক্ষেত্রে কোন সমাহর্তা তাঁহার পদবলে কোন নাবালকের শরীরের বা সম্পত্তির বা এতদুভয়ের অভিভাবকরূপে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হন, সেক্ষেত্রে তাহাকে নিযুক্ত বা ঘোষিত করিবার আদেশ তৎকালে ঐ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে ঐ নাবালকের শরীর বা, স্থলবিশেষে, তাহার সম্পত্তি বা এতদুভয় সম্পর্কে অভিভাবকরূপে কার্য করিতে প্রাধিকৃত ও অনুজ্ঞাত করে বলিয়া গণ্য হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক অভিভাবক নিযুক্ত হইবে না।

১৯। এই অধ্যায়ের কোন কিছুই, যে নাবালকের সম্পত্তি কোন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীক্ষণে আছে, সেই নাবালকের সম্পত্তির কোন অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত করিতে অথবা—

(ক) যে নাবালক একজন বিবাহিত স্ত্রীলোক এবং যাহার স্বামী, আদালতের অভিমতে, তাহার শরীরের অভিভাবক হইবার অনুপযুক্ত নহে, তাহার অথবা

(খ) যে নাবালকের পিতা জীবিত এবং, আদালতে অভিমতে, ঐ নাবালকের শরীরের অভিভাবক হইবার অনুপযুক্ত নহেন, তাহার অথবা

(গ) যে নাবালকের সম্পত্তি এরূপ কোন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীক্ষণে আছে যে ঐ নাবালকের শরীরের অভিভাবক নিযুক্ত করিতে যোগ্যতা-সম্পন্ন, তাহার

শরীরের অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত করিতে কোন আদালতকে প্রাধিকৃত করিবে না।

অধ্যায় ৩

অভিভাবকগণের কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব

সাধারণ

প্রতিপাল্যের সহিত অভিভাবকের বিশ্বাসের সম্বন্ধ।

২০। (১) কোন অভিভাবক তাঁহার প্রতিপাল্যের সহিত বিশ্বাসের সম্বন্ধে যুক্ত থাকেন এবং উইল বা অন্য সংলেখ, যদি কিছু থাকে, যদ্দ্বারা তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অথবা এই আইনে যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপে ব্যতীত, তাঁহার পদ হইতে অবশ্যই তিনি কোন লাভ করিবেন না।

(২) প্রতিপাল্যের নাবালকত্বের বিরতির অব্যবহিত বা স্বল্পকাল পরে অভিভাবক কর্তৃক প্রতিপাল্যের সম্পত্তি ও প্রতিপাল্য কর্তৃক অভিভাবকের সম্পত্তি ক্রয় পর্যন্ত, এবং যতদিন অভিভাবকের প্রভাব স্থায়ী থাকে বা সাম্প্রতিক হয় ততদিন সাধারণতঃ তাহাদিগের মধ্যে সকল সংব্যবহার পর্যন্ত, প্রতিপাল্যের সহিত অভিভাবকের বিশ্বাসের সম্বন্ধ প্রসারিত হইবে এবং ঐগুলিকে প্রভাবিত করিবে।

অভিভাবকরূপে কার্য করিতে নাবালকের সামর্থ্য।

২১। কোন নাবালক নিজের স্ত্রী বা সন্তান অথবা, যেক্ষেত্রে সে অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের পরিচালক সদস্য সেক্ষেত্রে, সেই পরিবারের অন্য কোন নাবালক সদস্যের স্ত্রী বা সন্তান ব্যতীত অন্য কোন নাবালকের অভিভাবকরূপে কার্য করিতে অযোগ্য হইবে।

অভিভাবকের পারিশ্রমিক।

২২। (১) আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবক, তাঁহার কর্তব্য নির্বাহে সতর্কতা ও প্রযত্নের জন্য আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, যদি কিছু উপযুক্ত মনে করেন, সেরূপ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) যখন সরকারের কোন আধিকারিক, ঐরূপ আধিকারিক হিসাবে, ঐরূপে অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত হন তখন রাজ্যসরকার সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ ফী প্রতিপাল্যের সম্পত্তি হইতে সরকারকে প্রদত্ত হইবে।

অভিভাবকরূপে সমাহর্তার নিয়ন্ত্রণ।

২৩। কোন নাবালকের শরীরের বা সম্পত্তির বা এতদুভয়ের অভিভাবকরূপে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন সমাহর্তা, তাঁহার প্রতিপাল্যের অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, রাজ্যসরকারের অথবা ঐ সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতৎপক্ষে যেরূপ প্রাধিকারী নিযুক্ত করেন সেরূপ প্রাধিকারীর নিয়ন্ত্রণের অধীন হইবেন।

শরীরের অভিভাবক

শরীরের অভিভাবকের কর্তব্যসমূহ।

২৪। প্রতিপাল্যের শরীরের অভিভাবকের উপর প্রতিপাল্যের অভিরক্ষা ন্যস্ত থাকিবে এবং তি প্রতিপাল্যের পোষণের, স্বাস্থ্যের ও শিক্ষার এবং প্রতিপাল্য যে বিধির অধীন সেই বিধির দ্বারা অন্য যে বিষয়সমূহ অনুজ্ঞাত হয় সেই বিষয়সমূহের অবশ্যই যত্ন লইবেন।

প্রতিপাল্যের অভিরক্ষায় অভিভাবকের স্বত্ব।

২৫। (১) প্রতিপাল্য তাহার শরীরের অভিভাবকের অভিরক্ষা ত্যাগ করিলে অথবা অভিরক্ষা হইতে অপসারিত হইলে, আদালত যদি মনে করেন যে প্রতিপাল্যের পক্ষে তাহার অভিভাবকের অভিরক্ষায় প্রত্যাবর্তন করা কল্যাণকর হইবে, তাহা হইলে, আদালত তাহার প্রত্যাবর্তনের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারেন এবং আদেশটি বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিপাল্যকে গ্রেপ্তার করাইতে এবং অভিভাবকের অভিরক্ষায় অর্পণ করাইতে পারেন।

১৮৮২-র ১০।

(২) প্রতিপাল্যকে গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে আদালত ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৮২-র ১০০ ধারা দ্বারা কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

(৩) প্রতিপাল্যের অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাহার অভিভাবক নহে এরূপ ব্যক্তির সহিত তাহার বসবাস স্বতই অভিভাবকত্বের অবসান ঘটাইবে না।

ক্ষেত্রাধিকার হইতে প্রতিপাল্যের অপসারণ।

২৬। (১) কোন শরীরের অভিভাবক, যিনি আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত, যদি তিনি সমাহর্তা না হন অথবা উইল বা অন্য সংলেখ দ্বারা নিযুক্ত না হন, তাহা হইলে, যে আদালত কর্তৃক তিনি নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছিলেন সেই আদালতের বিনা অনুমতিতে, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ উদ্দেশ্যসমূহের জন্য ব্যতীত, প্রতিপাল্যকে ঐ আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের সীমা হইতে অপসারণ করিবেন না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী আদালত কর্তৃক মঞ্জুর অনুমতি বিশেষ অথবা সাধারণ হইতে পারে এবং অনুমতি মঞ্জুর করিবার আদেশে উহা পরিনিশ্চিত করা যাইতে পারে।

সম্পত্তির অভিভাবক

সম্পত্তির অভিভাবকের কর্তব্যসমূহ।

২৭। কোন প্রতিপাল্যের সম্পত্তির অভিভাবক এরূপ সতর্কতার সহিত ঐ সম্পত্তির ব্যবস্থাদি করিতে বাধ্য, যেরূপ সতর্কতার সহিত, কোন সাধারণ বিবেচনাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, ঐ সম্পত্তি তাঁহার নিজের হইলে, তাহার ব্যবস্থাদি করিতেন, এবং তিনি, এই অধ্যায়ের বিধানসমূহের অধীনে, ঐ সম্পত্তির আদায়, রক্ষণ বা হিতের জন্য যেসকল কার্য যুক্তিসঙ্গত ও উচিত সেগুলি করিতে পারেন।

উইল-নিযুক্ত অভিভাবকের ক্ষমতাসমূহ।

২৮। যেক্ষেত্রে কোন অভিভাবক উইল বা অন্য সংলেখ দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিপাল্যের স্বত্বভুক্ত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিবার বা প্রভারিত করিবার অথবা বিক্রয়, দান বা বিনিময় দ্বারা অথবা অন্যথা হস্তান্তরিত করিবার পক্ষে ঐ অভিভাবকের ক্ষমতা এরূপ কোন বাধানিষেধের অধীন হইবে যাহা ঐ সংলেখ দ্বারা আরোপিত হইতে পারে, যদি না ঐ অভিভাবক এই আইন অনুসারে অভিভাবক বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন এবং যে আদালত ঐ ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই আদালত, ঐ বাধানিষেধ সত্ত্বেও, লিখিত আদেশ দ্বারা, ঐ আদেশে অনুমত কোন প্রণালীতে ঐ আদেশে বিনির্দিষ্ট যেকোন স্থাবর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবার অনুমতি দেন।

আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত সম্পত্তির অভিভাবকের ক্ষমতার সীমাবন্ধন।

২৯। যেক্ষেত্রে সমাহর্তা ভিন্ন অথবা উইল বা অন্য সংলেখ দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিপাল্যের সম্পত্তির অভিভাবকরূপে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি আদালতের পূর্বানুমতি ব্যতীত,—

(ক) তাঁহার প্রতিপাল্যের স্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ বন্ধক দিতে বা প্রভারিত করিতে অথবা বিক্রয়, দান বা বিনিময় দ্বারা অথবা অন্যথা হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না, অথবা

(খ) পাঁচ বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য, অথবা যে তারিখে প্রতিপাল্য আর নাবালক থাকিবে না সেই তারিখের পর এক বৎসরের অধিক কাল যে মেয়াদ প্রসারিত হইবে সেই মেয়াদের জন্য, ঐ সম্পত্তির কোন অংশের পাট্টা দিতে পারিবেন না।

২৮ ধারার বা ২৯ ধারার উল্লঙ্ঘনে কৃত হস্তান্তরের বাতিলযোগ্যতা।

৩০। কোন অভিভাবক কর্তৃক পূর্ববর্তী সর্বশেষ ধারা-দ্বয়ের যেকোনটির উল্লঙ্ঘনে কৃত স্থাবর সম্পত্তির কোন বিলিব্যবস্থা তদ্দ্বারা প্রভাবিত অপর কোনও ব্যক্তির উপরোধে বাতিলযোগ্য হইবে।

২৯ ধারা অনুযায়ী হস্তান্তরের অনুমতিদান সম্পর্কে কার্যপদ্ধতি।

৩১। (১) অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে ব্যতীত অথবা প্রতি-পাল্যের সুস্পষ্ট সুবিধার্থে ব্যতীত, অভিভাবককে ২৯ ধারায় বর্ণিত কার্যসমূহের কোনটি করিবার অনুমতি আদালত কর্তৃক মঞ্জুর হইবে না।

(২) অনুমতি মঞ্জুর করিবার আদেশ ঐ অপরিহার্যতা বা, স্থলবিশেষে, ঐ সুবিধা উল্লেখ করিবে, যে সম্পত্তি সম্পর্কে অনুমত কার্য করিতে হইবে সেই সম্পত্তি বর্ণিত করিবে, এবং এরূপ শর্তসমূহ বিনির্দিষ্ট করিবে, যদি ঐরূপ কোন শর্ত থাকে, যাহা আদালত ঐ অনুমতির সহিত যোজন করা উপযুক্ত বোধ করেন; এবং উহা আদালতের বিচারক কর্তৃক স্বহস্তে লিপিবদ্ধ, তারিখযুক্ত ও স্বাক্ষরিত হইবে, অথবা যখন কোনও কারণে তিনি স্বহস্তে আদেশটি লিপিবদ্ধকরণে নিবারিত হন তখন, তাঁহার কথন অনুসারে লিখিত হইবে এবং তাহার দ্বারা তারিখযুক্ত ও স্বাক্ষরিত হইবে।

(৩) আদালত স্ববিবেচনায় ঐ অনুমতির সহিত অন্যান্য শর্তের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তগুলি যুক্ত করিতে পারেন, যথা :—

(ক) আদালতের মঞ্জুরি ব্যতীত কোন বিক্রয় সম্পূর্ণ করা যাইবে না;

(খ) হাইকোর্ট কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রণীত যেকোন নিয়মাবলীর অধীনে আদালত যেরূপ নির্দেশিত করেন, কোন অভিপ্রেত বিক্রয়ের সেরূপ উদ্‌ঘোষণার পর, ঐ বিক্রয়, আদালতের অথবা তদুদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সমক্ষে, আদালত কর্তৃক বিনির্দিষ্টকরণীয় কোন সময়ে ও স্থানে, প্রকাশ্য নীলামে সর্বোচ্চ ডাকদাতার নিকট করিতে হইবে;

(গ) কোন প্রিমিয়ামের প্রতিদানে কোন পাট্টা প্রদান করা চলিবে না অথবা আদালত যেরূপ নির্দেশিত করেন সেরূপ কয়েক বৎসর মেয়াদের জন্য এবং সেরূপ খাজনা ও অঙ্গীকারপত্রসমূহের অধীনে পাট্টা প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) অনুমত কার্যের সমগ্র আগম বা উহার যেকোন অংশ, আদালত হইতে সংবিতরিত করিবার জন্য অথবা আদালত কর্তৃক বিহিত প্রতি-ভূতির উপর বিনিয়োগ করিবার জন্য, অথবা আদালত যেরূপ নির্দেশিত করেন সেরূপ অন্যথা বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য, অভিভাবক কর্তৃক আদালতে প্রদত্ত হইবে।

(৪) কোন অভিভাবককে ২৯ ধারায় উল্লিখিত কোন কায করিবার অনুমতি মঞ্জুর করিবার পূর্বে আদালত অনুমতির জন্য আবেদনের নোটিস প্রতিপাল্যের এরূপ যেকোন আত্মীয় বা বন্ধুকে দেওয়াইবেন যাঁহার, আদালতের অভিমতে,

ঐ আবেদনের নোটিস পাওয়া উচিত, এবং এরূপ যেকোন ব্যক্তির বিবৃতি শুনিবেন ও লিপিবদ্ধ করিবেন যিনি ঐ আবেদনের বিরুদ্ধে হাজির হন।

আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত সম্পত্তির অভিভাবকের ক্ষমতার পরিবর্তন।

৩২। যেক্ষেত্রে কোন প্রতিপাল্যের সম্পত্তির অভিভাবক আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন, এবং ঐ অভিভাবক সমাহর্তা নহেন, সেক্ষেত্রে আদালত, সময়ে সময়ে, আদেশ দ্বারা, প্রতিপাল্যের সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁহার ক্ষমতা-সমূহ, আদালত যে প্রণালী ও যে পরিমাণ প্রতিপাল্যের পক্ষে সুবিধাজনক ও প্রতিপাল্য যে বিধির অধীন তাহার সহিত সমঞ্জস বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই প্রণালীতে ও সেই পরিমাণ পর্যন্ত, নিরূপিত, সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিতে পারেন।

প্রতিপাল্যের সম্পত্তির পরিচালনায় অভিমতের জন্য আদালতের নিকট আবেদন করিবার পক্ষে এরূপে নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবকের অধিকার।

৩৩। (১) আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবক, যে আদালত তাঁহাকে নিযুক্ত বা ঘোষিত করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট, তাঁহার প্রতিপাল্যের সম্পত্তির পরিচালন বা প্রশাসন সম্পর্কে উপস্থিত কোন প্রশ্নের উপর আদালতের অভিমত, উপদেশ বা নির্দেশের জন্য দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করিতে পারেন।

(২) যদি ঐ আদালত প্রশ্নটির সরাসরি নিষ্পত্তি উচিত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, ঐ আবেদনে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহাদের আদালত উপযুক্ত মনে করেন তাঁহাদের উপর আদালত ঐ দরখাস্তের একটি প্রতিলিপি জারি করাইবেন, এবং উহার শুনানীতে ঐ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৩) যে অভিভাবক দরখাস্তে তথ্যসমূহ সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করেন এবং আদালতের অভিমত, উপদেশ অথবা নির্দেশ অনুসারে কার্য করেন, তিনি ঐ আবেদনের বিষয়বস্তুতে অভিভাবকরূপে যতদূর তাঁহার নিজ দায়িত্ব আছে ততদূর তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত সম্পত্তির অভিভাবকের উপর দায়িত্ব।

৩৪। যেক্ষেত্রে কোন প্রতিপাল্যের সম্পত্তির অভিভাবক আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন এবং ঐ অভিভাবক সমাহর্তা নহেন সেক্ষেত্রে তিনি—

(ক) আদালত কর্তৃক এরূপে অনুজ্ঞাত হইলে, প্রতিপাল্যের সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁহার যাহা প্রাপ্তি হইতে পারে যথাযথভাবে তাহার হিসাব দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়া, তৎকালীন বিচারকের অনুকূলে কার্যকর করিয়া, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপে প্রতিভূ সহ বা প্রতিভূ ব্যতীত, যত কাছাকাছি সম্ভব বিহিত ফরমে একটি মুচলেকা আদালতের বিচারকের নিকট প্রদান করিবেন ;

(খ) আদালত কর্তৃক এরূপে অনুজ্ঞাত হইলে, আদালত কর্তৃক তাঁহাকে নিয়োগের বা ঘোষণার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা আদালত যেরূপ নির্দেশিত করেন সেরূপ অন্য সময়ের মধ্যে, প্রতিপাল্যের স্বত্বভুক্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবৃতি, বিবৃতি প্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রতিপাল্যের পক্ষে তিনি যে অর্থ ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি পাইয়াছেন তাহার বিবৃতি এবং ঐ তারিখে প্রতিপাল্যকে দেয় বা তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য ঋণের বিবৃতি আদালতের নিকট প্রদান করিবেন ;

(গ) আদালত কর্তৃক এরূপে অনুজ্ঞাত হইলে, আদালত সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশিত করেন সেরূপ সময়ে ও ফরমে আদালতে তাঁহার হিসাব প্রদর্শন করিবেন ;

(ঘ) আদালত কর্তৃক এরূপে অনুজ্ঞাত হইলে, আদালত যেরূপ সময় নির্দেশিত করেন সেরূপ সময়ে ঐ হিসাবের ভিত্তিতে তাঁহার দেয় বাকি, বা উহার যতখানি আদালত নির্দেশিত করেন তাহা, আদালতে জমা দিবেন; এবং

(ঙ) প্রতিপাল্যের, এবং তাহার উপর যে ব্যক্তিগণ আশ্রিত তাহাদের, ভরণপোষণ, শিক্ষা ও উন্নতিসাধনের জন্য, এবং যেসকল ক্রিয়াকর্মে প্রতিপাল্য বা ঐ ব্যক্তিগণের কেহ পক্ষ থাকিতে পারে সেইগুলি অনুষ্ঠানের জন্য, আদালত সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশিত করেন, প্রতিপাল্যের সম্পত্তির আয়ের সেরূপ অংশ, এবং আদালত সেরূপে নির্দেশিত করিলে, ঐ সম্পত্তি সমগ্রতঃ বা উহার যেকোন অংশ প্রয়োগ করিবেন।

হিসাব নিরীক্ষার জন্য পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষমতা।

৩৪ক। যখন কোন প্রতিপাল্যের সম্পত্তির অভিভাবক কর্তৃক ৩৪ ধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী কৃত অধিযাচন অনুসারে অথবা অন্যথা হিসাব প্রদর্শিত হয়, তখন আদালত ঐ হিসাব নিরীক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং নির্দেশ দিতে পারেন যে সম্পত্তির আয় হইতে ঐ কার্যের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হউক।

যেক্ষেত্রে প্রশাসন-মুচলেকা গৃহীত হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে অভিভাবকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

৩৫। যেক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবক তাঁহার প্রতিপাল্যের সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁহার যাহা প্রাপ্তি হইতে পারে তাহার হিসাব দিবার জন্য যথাযথভাবে একটি মুচলেকা প্রদান করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে আদালত, দরখাস্ত দ্বারা কৃত আবেদন পাইলে এবং ঐ মুচলেকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি করিলে, ঐ মুচলেকা, প্রতিভূতি সম্পর্কে আদালত যেরূপ শর্ত উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শর্তে, অথবা আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া যে, প্রাপ্ত যেকোন অর্থ আদালতে জমা দিতে হইবে, অথবা অন্যথা ব্যবস্থা করিয়া, কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সমনুদেশিত করিতে পারেন, যে ব্যক্তি তদনন্তর, যেন ঐ মুচলেকা আদিতে আদালতের বিচারকের পরিবর্তে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল এইভাবে, ঐ মুচলেকার উপর নিজ নামে মোকদ্দমা করিতে পারেন এবং ঐ মুচলেকার ভিত্তিতে, উহার যেকোন ভঙ্গের জন্য, তিনি প্রতিপাল্যের জন্য ন্যাসপালরূপে ক্ষতিপূরণ উসুল করিবার অধিকারী হইবেন।

যেক্ষেত্রে প্রশাসন-মুচলেকা গৃহীত হয় নাই সেক্ষেত্রে অভিভাবকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

৩৬। (১) যেক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবক পূর্বোক্তরূপ কোন মুচলেকা প্রদান করেন নাই, সেক্ষেত্রে যেকোন ব্যক্তি, আদালতের অনুমতি লইয়া, প্রতিপাল্যের নাবালকত্ব চলিতে থাকাকালীন যেকোন সময়ে, আসন্ন বন্ধুরূপে, এবং পূর্বোক্তরূপ শর্তে অভিভাবকের বিরুদ্ধে, অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার প্রতিনিধির বিরুদ্ধে, প্রতিপাল্যের সম্পত্তি সম্পর্কে অভিভাবকের যাহা প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার হিসাবের জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে পারেন, এবং ঐ মোকদ্দমায়, প্রতিপাল্যের জন্য ন্যাসপালরূপে, অভিভাবক কর্তৃক অথবা, স্থলবিশেষে, তাঁহার প্রতিনিধি কর্তৃক যে অর্থপরিমাণ প্রদেয় হইতে পারে তাহা উসুল করিতে পারেন।

(২) (১) উপধারার বিধানসমূহ, যতদূর পর্যন্ত ঐগুলি কোন অভিভাবকের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় ততদূর, এই আইন দ্বারা যথা-সংশোধিত দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪০ ধারার বিধানসমূহের অধীন হইবে। ১৮৮২-র ১৪।

ন্যাসপালরূপে অভিভাবকের সাধারণ দায়িত্ব।

৩৭। পূর্ববর্তী সর্বশেষ ধারাদ্বয়ের যেকোন ধারার কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে উহা কোন প্রতিপাল্য বা তাহার প্রতিনিধিকে তাহার অভিভাবক বা অভিভাবকের

প্রতিনিধির বিরুদ্ধে এরূপ কোনও প্রতিকার হইতে বঞ্চিত করে, যাহা, ঐ ধারাদ্বয়ের কোনটিতে সুস্পষ্টরূপে বিহিত না হইলেও, অন্য যেকোন হিতাধিকারী বা তাহার প্রতিনিধি তাহার ন্যাসপাল বা ন্যাসপালের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে পাইতে পারিত।

অভিভাবকত্বের অবসান

সংযুক্ত অভিভাবকগণের মধ্যে উত্তরজীবিতার অধিকার।

৩৮। দুই বা ততোধিক সংযুক্ত অভিভাবকের একজনের মৃত্যু হইলে আদালত কর্তৃক অতিরিক্ত কোন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উত্তরজীবী বা উত্তরজীবিগণের অভিভাবকত্ব চলিতে থাকিবে।

অভিভাবকের অপসারণ।

৩৯। আদালত, স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তির আবেদনে, অথবা স্বপ্রণোদনায়, আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবককে, অথবা উইল দ্বারা বা অন্য সংলেখ দ্বারা নিযুক্ত কোন অভিভাবককে, নিম্নলিখিত কারণসমূহের যেকোনটির জন্য অপসারণ করিতে পারেন, যথা :—

(ক) তাঁহার ন্যাসের অপব্যবহারের জন্য;

(খ) তাঁহার ন্যাসের কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে নিরন্তর ব্যর্থতার জন্য;

(গ) তাঁহার ন্যাসের কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে অসমর্থতার জন্য;

(ঘ) তাঁহার প্রতিপাল্যের প্রতি দুর্ব্যবহারের অথবা তাহার উচিত যত্ন লইতে অবহেলার জন্য;

(ঙ) এই আইনের কোন বিধান অথবা আদালতের কোন আদেশের প্রতি অবাধ্যতাযুক্ত তাচ্ছিল্যের জন্য;

(চ) এরূপ কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য, যাহা, আদালতের অভিমতে, চরিত্রের এরূপ কোন ত্রুটি সূচিত করে যে তাহা ঐ অভিভাবককে তাঁহার প্রতিপাল্যের অভিভাবক থাকিবার অনুপযুক্ত করে;

(ছ) তাঁহার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক সম্পাদনের বিরুদ্ধে কোন স্বার্থ থাকার জন্য;

(জ) আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস করিতে বিরত হওয়ার জন্য;

(ঝ) সম্পত্তির অভিভাবকের ক্ষেত্রে, শোধাক্ষমতা বা দেউলিয়াত্বের জন্য;

(ঞ) এই কারণে যে, নাবালকটি যে বিধির অধীন সেই বিধি অনুযায়ী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব নিবৃত্ত হইয়াছে বা নিবৃত্তিযোগ্য হইয়াছে:

তবে, উইল বা অন্য সংলেখ দ্বারা নিযুক্ত কোন অভিভাবক, তিনি এই আইন অনুযায়ী ঘোষিত হইয়া থাকুন বা না থাকুন,—

(ক) (ছ) প্রকরণে উল্লিখিত কারণের জন্য অপসারিত হইবেন না, যদি না, যে ব্যক্তি তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ বিরুদ্ধ স্বার্থ উদ্ভূত হইয়া থাকে অথবা ইহা প্রদর্শিত হয় যে, ঐ ব্যক্তি ঐ বিরুদ্ধ স্বার্থের অস্তিত্বের অজ্ঞতায় ঐ নিয়োগ করিয়াছিলেন ও উহা বহাল রাখিয়াছিলেন, অথবা

(খ) (জ) প্রকরণে উল্লিখিত কারণের জন্য অপসারিত হইবেন না, যদি না, ঐ অভিভাবক এরূপ কোন বসবাসের স্থান লইয়া থাকেন যাহাতে, আদালতের অভিমতে, তাঁহার পক্ষে অভিভাবকের কৃত্যসমূহ সম্পাদন করা সাধ্যাতীত হয়।

অভিভাবকের কার্যমুক্তি।

৪০। (১) যদি আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবক তাঁহার পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি কার্যমুক্ত হইবার জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারেন।

(২) যদি আদালত সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ আবেদনের পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা হইলে, আদালত তাঁহাকে কার্যমুক্ত করিবেন, এবং আবেদনকারী অভিভাবক যদি সমাহর্তা হন ও রাজ্যসরকার তাঁহার কার্যমুক্ত হইবার আবেদন অনুমোদন করেন, তাহা হইলে, আদালত যেকোন ক্ষেত্রেই তাঁহাকে কার্যমুক্ত করিবেন।

অভিভাবকের প্রাধিকারের নিবৃত্তি।

৪১। (১) শরীরের অভিভাবকের ক্ষমতাসমূহের নিবৃত্তি হয়—

(ক) তাঁহার মৃত্যুতে, অপসারণে বা কার্যমুক্তিতে;

(খ) প্রতিপাল্যের শরীরের তত্ত্বাবধান কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃক গৃহীত হইলে;

(গ) প্রতিপাল্য আর নাবালক না থাকিলে;

(ঘ) স্ত্রী প্রতিপাল্যের ক্ষেত্রে, তাহার শরীরের অভিভাবক হওয়ার অনুপযুক্ত নহেন এরূপ স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ হইলে, অথবা যদি অভিভাবক আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়া থাকেন, সেক্ষেত্রে এরূপ স্বামীর সহিত বিবাহ হইলে যিনি, আদালতের অভিমতে, ঐরূপে অনুপযুক্ত নহেন; অথবা

(ঙ) যে প্রতিপাল্যের পিতা ঐ প্রতিপাল্যের শরীরের অভিভাবক হওয়ার অনুপযুক্ত ছিলেন সেরূপ কোন প্রতিপাল্যের ক্ষেত্রে, ঐ পিতা আর ঐরূপ না থাকিলে, অথবা যদি ঐ পিতা আদালত কর্তৃক ঐরূপে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আদালতের অভিমতে তিনি আর ঐরূপ না থাকিলে।

(২) সম্পত্তির অভিভাবকের ক্ষমতাসমূহের নিবৃত্তি হয়—

(ক) তাঁহার মৃত্যুতে, অপসারণে বা কার্যমুক্তিতে;

(খ) প্রতিপাল্যের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃক গৃহীত হইলে;

(গ) প্রতিপাল্য আর নাবালক না থাকিলে।

(৩) যখন কোন কারণে কোন অভিভাবকের ক্ষমতাসমূহের নিবৃত্তি হয়, তখন আদালত তাঁহাকে, অথবা তিনি মৃত হইলে তাঁহার প্রতিনিধিকে, তাঁহার দখল বা নিয়ন্ত্রণের অধীন প্রতিপাল্যের স্বত্বভুক্ত কোন সম্পত্তি, অথবা তাঁহার দখল বা নিয়ন্ত্রণের অধীন প্রতিপাল্যের অতীত বা বর্তমান সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন হিসাব আদালতের নির্দেশমত অর্পণ করিতে অনুজ্ঞাত করিতে পারেন।

(৪) যখন তিনি, আদালত কর্তৃক যেরূপে অনুজ্ঞাত হইয়াছেন সেরূপে, সম্পত্তি বা হিসাব অর্পণ করেন, তখন আদালত তাঁহাকে, এরূপ কোন প্রতারণা যাহা পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হইতে পারে তৎসম্পর্কে ব্যতীত, তাঁহার দায়িত্বসমূহ হইতে কার্যমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

৪২। যখন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবক কার্যমুক্ত হন অথবা প্রতিপাল্য যে বিধির অধীন তদনুযায়ী কার্য করিবার অধিকারী আর না থাকেন, অথবা যখন ঐরূপ কোন অভিভাবক অথবা উইল বা অন্য সংলেখ দ্বারা নিযুক্ত কোন অভিভাবক অপসারিত হন বা মৃত হন, তখন আদালত, স্বপ্রণোদনায় অথবা অধ্যায় ২ অনুযায়ী আবেদনের ভিত্তিতে, যদি প্রতিপাল্য তখনও নাবালক থাকে, তাহা হইলে, তাহার শরীরের বা, স্থলবিশেষে, সম্পত্তির বা এতদুভয়ের একজন অন্য অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত করিতে পারেন।

মৃত, কার্যমুক্ত অথবা অপসারিত অভিভাবকের উত্তরাধিকারী নিয়োগ।

অধ্যায় ৪

অনুপূরক বিধানসমূহ

৪৩। (১) আদালত স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তির আবেদনে অথবা স্বপ্রণোদনায় আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবকের আচরণ বা কার্যবাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

অভিভাবকগণের আচরণ বা কার্যবাহ নিয়ন্ত্রণার্থ আদেশ এবং ঐ আদেশ বলবৎকরণ।

(২) যেক্ষেত্রে কোন প্রতিপাল্যের একাধিক অভিভাবক আছেন এবং তাঁহারা এরূপ কোন প্রশ্ন যাহা ঐ প্রতিপাল্যের কল্যাণকে প্রভাবিত করে তৎসম্পর্কে একমত হইতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে তাঁহাদের যেকেহ আদালতের নির্দেশের জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারেন, এবং আদালত ঐ মতভেদের বিষয় সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(৩) যেক্ষেত্রে এরূপ প্রতীয়মান হয় যে (১) উপধারা বা (২) উপধারা অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্য বিলম্বের ফলে ব্যাহত হইবে সেক্ষেত্রে ব্যতীত, আদালত, ঐ আদেশ প্রদান করিবার পূর্বে, তজ্জন্য আবেদনের অথবা, স্থলবিশেষে, আদালতের ঐ আদেশ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ের নোটিস (১) উপধারার অধীন কোন ক্ষেত্রে অভিভাবকের নিকট অথবা (২) উপধারার অধীন কোন ক্ষেত্রে যে অভিভাবক আবেদন করেন নাই তাঁহার নিকট প্রদানের নির্দেশ দিবেন।

(৪) (১) উপধারা বা (২) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ অমাননার ক্ষেত্রে, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৮২-র ৪৯২ ধারা বা ৪৯৩ ধারা অনুযায়ী মঞ্জুর কোন নিষেধাজ্ঞা যে প্রণালীতে বলবৎ করা হয়, সেই একই প্রণালীতে, ঐ আদেশ, (১) উপধারা অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রে, যেন প্রতিপাল্য বাদী এবং অভিভাবক প্রতিবাদী এইভাবে, অথবা (২) উপধারা অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রে, যেন যে অভিভাবক আবেদন করিয়াছিলেন তিনি বাদী এবং অপর অভিভাবক প্রতিবাদী এইভাবে, বলবৎ করা যাইতে পারে।

১৮৮২-র ১৪।

(৫) (২) উপধারা অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রে ব্যতীত, এই ধারার কোন কিছুই এরূপ কোন সমাহর্তার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না, যিনি সমাহর্তা বলিয়াই একজন অভিভাবক।

৪৪। যদি আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবক ২৬ ধারার বিধানসমূহ উল্লঙ্ঘনক্রমে প্রতিপাল্যকে আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের সীমা হইতে অপসারিত করেন, এবং ঐরূপে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্য বা ফল এই হয় যে, আদালত ঐ প্রতিপাল্য সম্পর্কে তাঁহার প্রাধিকার প্রয়োগ করিতে নিবারিত হন, তাহা হইলে, ঐ অভিভাবক, আদালতের আদেশ দ্বারা, অনধিক এক হাজার টাকার জরিমানায়, অথবা ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের জন্য দেওয়ানী জেলে কারাবাসে, দণ্ডনীয় হইবেন।

ক্ষেত্রাধিকার হইতে প্রতিপাল্যকে অপসারণের দণ্ড।

অবাধ্যতার জন্য দণ্ড।

৪৫। (১) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে, যথা :—

(ক) যদি কোন ব্যক্তি, যাঁহার অভিরক্ষায় কোন নাবালক আছে, ১২ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কোন নির্দেশ পালনক্রমে নাবালককে উপস্থিত করিতে বা উপস্থিত করাইতে, অথবা ২৫ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কোন আদেশ মানিয়া লইয়া নাবালককে তাহার অভিভাবকের অভিরক্ষায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিবার জন্য যথাসাধ্য করিতে ব্যর্থ হন, অথবা

(খ) যদি আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবক, ৩৪ ধারার (খ) প্রকরণ দ্বারা বা ঐ প্রকরণ অনুযায়ী যে সময় অনুমত হইয়াছে তাহার মধ্যে ঐ প্রকরণ অনুযায়ী অনুজ্ঞাত কোন বিবৃতি প্রদান করিতে, অথবা ঐ ধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন অধিযাচন পালনক্রমে হিসাব প্রদর্শন করিতে, অথবা ঐ ধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন অধিযাচন পালনক্রমে ঐ হিসাবের ভিত্তিতে তাঁহার দেয় বাকি আদালতে জমা দিতে ব্যর্থ হন, অথবা

(গ) যদি এরূপ কোন ব্যক্তি যিনি আর অভিভাবক নাই অথবা ঐরূপ কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি ৪১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী কোন অধিযাচন পালনক্রমে কোন সম্পত্তি বা হিসাব প্রদান করিতে ব্যর্থ হন,

তাহা হইলে, ঐ ব্যক্তি বা, স্থলবিশেষে, ঐ অভিভাবক বা ঐ প্রতিনিধি, আদালতের আদেশ দ্বারা, অনধিক একশত টাকা জরিমানায়, এবং মান্য করিতে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে, ঐ বিচ্যুতি চলিতে থাকার কালে প্রথম দিনের পর প্রত্যেক দিনের জন্য অনধিক দশ টাকা অতিরিক্ত জরিমানায়, যাহা সর্বসাকুল্যে পাঁচশত টাকার অধিক হইবে না, তাহাতে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং যে-পর্যন্ত না ঐ ব্যক্তি নাবালককে উপস্থিত করিতে বা করাইতে অথবা, স্থলবিশেষে, তাহাকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করিতে অথবা বিবৃতি প্রদান করিতে, হিসাব প্রদর্শন করিতে বা বাকি প্রদান করিতে অথবা সম্পত্তি বা হিসাব প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন, সে-পর্যন্ত দেওয়ানী জেলে নিরুদ্ধ থাকিবার জন্য দায়ী হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি, যিনি (১) উপধারা অনুযায়ী অঙ্গীকার প্রদান করিয়া নিরোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আদালত কর্তৃক অনুমত সময়ের মধ্যে ঐ অঙ্গীকার কার্যে পরিণত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে, আদালত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করাইতে ও দেওয়ানী জেলে পুনঃপ্রেরণ করিতে পারেন।

সমাহর্তা ও অধীন আদালত কর্তৃক প্রতিবেদন।

৪৬। (১) আদালত সমাহর্তাকে বা ঐ আদালতের অধীন যেকোন আদালতকে, এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহে উদ্ভূত যেকোন বিষয়ের উপর, প্রতিবেদনের জন্য আহ্বান করিতে পারেন এবং ঐ প্রতিবেদন সাক্ষ্য বলিয়া ধরিতে পারেন।

(২) প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে, ঐ সমাহর্তা বা, স্থলবিশেষে, ঐ অধীন আদালতের বিচারক যেরূপ অনুসন্ধান করা আবশ্যক গণ্য করেন সেরূপ অনুসন্ধান করিবেন, এবং অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে এরূপ যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যাহা সাক্ষ্য দিবার বা কোন লেখ্য উপস্থাপিত করিবার জন্য কোন সাক্ষীর উপস্থিতি বাধ্য করিতে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৮২ দ্বারা যেকোন আদালতকে অর্পিত হইয়াছে।

১৮৮২-র ১৪।

আপীলযোগ্য আদেশসমূহ।

৪৭। কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ কোন আদেশ হইতে হাইকোর্টে আপীল করা চলিবে, যাহা—

(ক) ৭ ধারা অনুযায়ী, কোন অভিভাবককে নিযুক্ত করিবার বা ঘোষিত করিবার অথবা নিযুক্ত করিতে বা ঘোষিত করিতে অস্বীকার করিবার আদেশ; অথবা,

(খ) ৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী, কোন আবেদন-পত্র প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ; অথবা,

(গ) ২৫ ধারা অনুযায়ী, কোন অভিভাবকের অভিরক্ষায় তাঁহার প্রতিপাল্যের প্রত্যাবর্তনের জন্য কোন আদেশ করিবার বা করিতে অস্বীকার করিবার আদেশ; অথবা,

(ঘ) ২৬ ধারা অনুযায়ী, কোন নাবালককে আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের সীমা হইতে অপসারণের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিবার অথবা তৎসম্পর্কে শর্তসমূহ আরোপ করিবার আদেশ; অথবা,

(ঙ) ২৮ ধারা বা ২৯ ধারা অনুযায়ী, কোন অভিভাবককে ঐ ধারায় উল্লিখিত কোন কার্য করিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিবার আদেশ; অথবা,

(চ) ৩২ ধারা অনুযায়ী, কোন অভিভাবকের ক্ষমতা-সমূহ নিরূপিত, সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিবার আদেশ; অথবা,

(ছ) ৩৯ ধারা অনুযায়ী, কোন অভিভাবককে অপসারণ করিবার আদেশ; অথবা,

(জ) ৪০ ধারা অনুযায়ী, কোন অভিভাবককে কার্য-মুক্ত করিতে অস্বীকার করিবার আদেশ; অথবা,

(ঝ) ৪৩ ধারা অনুযায়ী, কোন অভিভাবকের আচরণ বা কার্যবাহসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবার অথবা সংযুক্ত অভিভাবকগণের মধ্যে কোন মতভেদের বিষয় নিষ্পত্তি করিবার অথবা ঐ আদেশ বলবৎ করিবার আদেশ; অথবা,

(ঞ) ৪৪ ধারা বা ৪৫ ধারা অনুযায়ী, কোন দণ্ড আরোপ করিবার আদেশ।

অন্যান্য আদেশের চূড়ান্তভাব।

১৮৮২-র ১৪।

৪৮। পূর্ববর্তী সর্বশেষ ধারায় অথবা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৮২-র ৬২২ ধারায় যেরূপ ব্যবস্থা করা আছে সেরূপে ব্যতীত, এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে, এবং উহা মোকদ্দমা দ্বারা, অথবা অন্যথা, বিবাদাস্পদ হইবে না।

খরচাসমূহ।

৪৯। কোন অভিভাবককে অথবা অন্য ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলে ভরণপোষণ করিবার খরচা সমেত, এই আইন অনুযায়ী যেকোন কার্যবাহের খরচা, এই আইন অনুযায়ী হাইকোর্ট কর্তৃক প্রণীত কোন নিয়মসমূহের অধীনে, যে আদালতে ঐ কার্যবাহ চলে সেই আদালতের স্ববিবেচনায় থাকিবে।

উচ্চ আদালতের নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৫০। (১) এই আইন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বা বিবক্ষিত-ভাবে অর্পিত নিয়মাবলী প্রণয়নের অন্য কোন ক্ষমতার অতিরিক্তরূপে হাইকোর্ট, সময়ে সময়ে, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে এই আইনের সহিত সমঞ্জস নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন:—

(ক) যে বিষয়সমূহ সম্বন্ধে এবং যে সময়ে সমাহর্তাগণের এবং অধীন আদালতসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাহিতে হইবে, তৎসম্পর্কে;

(খ) যে ভাতাসমূহ অভিভাবকগণকে প্রদেয় হইবে এবং যে প্রতিভূতি তাঁহাদের নিকট হইতে আবশ্যক হইবে, এবং যে যে ক্ষেত্রে এরূপ ভাতাসমূহ মঞ্জুর করিতে হইবে, তৎসম্পর্কে;

(গ) ২৮ ও ২৯ ধারায় উল্লিখিত কার্যসমূহ করিবার অনুমতির জন্য অভিভাবকের আবেদন সম্বন্ধে যে প্রক্রিয়া অনুসরণীয় হইবে, তৎসম্পর্কে;

(ঘ) যে অবস্থাসমূহে ৩৪ ধারার (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) প্রকরণগুলিতে উল্লিখিত অধিযাচন করিতে হইবে, তৎসম্পর্কে;

(ঙ) অভিভাবকগণ কর্তৃক প্রদত্ত ও প্রদর্শিত বিবৃতি-সমূহের ও হিসাবসমূহের সংরক্ষণ সম্পর্কে;

(চ) স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক ঐ বিবৃতিসমূহ ও হিসাব-সমূহ পরিদর্শন সম্পর্কে;

(চচ) ৩৪ক ধারা অনুযায়ী হিসাবসমূহের নিরীক্ষা, এবং হিসাবসমূহ নিরীক্ষার জন্য যে শ্রেণীর ব্যক্তি-গণকে নিযুক্ত করিতে হইবে ও যে পরিমাপে পারিশ্রমিক তাঁহাদিগকে মঞ্জুর করিতে হইবে, তৎসম্পর্কে;

(ছ) প্রতিপাল্যের স্বত্বভুক্ত অর্থের অভিরক্ষা এবং অর্থের প্রতিভূতি সম্পর্কে;

(জ) যে প্রতিভূতিসমূহে প্রতিপাল্যের স্বত্বভুক্ত অর্থ বিনিয়োগ করা যাইতে পারে, তৎসম্পর্কে;

(ঝ) যে প্রতিপাল্যগণের জন্য সমাহর্তা নহেন এরূপ অভিভাবকগণ আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন তাহাদের শিক্ষা সম্পর্কে; এবং

(ঞ) সাধারণতঃ এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিতে আদালতসমূহের পথনির্দেশের জন্য।

(২) (১) উপধারার (ক) এবং (ঝ) প্রকরণ অনুযায়ী নিয়মাবলীর ততক্ষণ কোন কার্যকারিতা থাকিবে না, যতক্ষণ না ঐগুলি রাজ্যসরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া যায় এবং এই ধারা অনুযায়ী কোন নিয়মের ততক্ষণ কোন কার্য-কারিতা থাকিবে না, যতক্ষণ না উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইয়া যায়।

আদালত কর্তৃক ইতঃপূর্বে নিযুক্ত অভিভাবকগণের প্রতি এই আইনের প্রযোজ্যতা।

৫১। এই আইন দ্বারা নিরসিত কোন আইন অনুযায়ী কোন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা উহা হইতে প্রশাসনিক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত কোন অভিভাবক, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপে ব্যতীত, এই আইনের বিধান-সমূহের ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর এরূপে অধীন হইবেন, যেন তিনি আদালত কর্তৃক অধ্যায় ২ অনুযায়ী নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন।

৫২। [ভারতীয় সাবালকত্ব আইনের সংশোধন।] নিরসন আইন, ১৯৩৮-এর ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

১৯৩৮-এর ১।

৫৩। [দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অধ্যায় ৩১-এর সংশোধন।] দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর ১৫৬ ধারা ও তফসিল ৫ দ্বারা নিরসিত।

১৯০৮-এর ৫।

তফসিল—[নিরসিত আইনসমূহ।] নিরসন আইন, ১৯৩৮-এর ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

১৯৩৮-এর ১।